উপক্রমনিকা

হাওর, জঙ্গল, মইষের শিং, এই তিনে মিলে ময়মনসিং, প্রবচনটিই ছিল একসময়কার ভারতবর্ষের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহের সোজাসাপটা পরিচয়। পরবর্তীতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর ৪ টি জেলা নিয়ে ১০,৫৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ময়মনসিংহ বিভাগের যাত্র শুরু হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনবদ্য উদাহরণ আজকের ময়মনসিংহ বাংলাদেশের মধ্য-উত্তরাঞ্চলের ২৪°০২'৩১" থেকে ২৫°২৫'৫৬" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৯'০০" থেকে ৯১°১৫'৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তরে গারোপাহাড়, দক্ষিণে ভাওয়াল মধুপুরের বনাঞ্চল, অন্য দুইদিকে ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, তিতাস, সুরমা, মেঘনা অববাহিকা ঐতিহ্যবাহী এ বিভাগকে দিয়েছে ঐশ্বর্যময় রুপবৈচিত্র। ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, ভোগাই, নেতাই, কংশ, জলবুরুঙ্গা, ঘুঘুটিয়া, আয়মন, শিলা, খিরু, বানার প্রভৃতি নদী একসময় ছিল মৎস্য বৈচিত্রের আধার। কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানবিধ কারণে নদী-নালা, খাল-বিলসমূহ যেমনি হয়েছে বিগত যৌবনা, তেমনি খুইয়েছে বাঙালির ঐতিহ্যের অহংকার, অমূল্য রত্ন ভান্ডার, প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস মৎস্যসম্পদ। রানী, কৈ, ভেদা, খলিসা প্রভৃতি মাছ বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতীত। সম্পদ বিলুপ্তির সাথে যুগপৎ বদলে গেছে মৎস্যজীবিদের পেশা, হারিয়ে গেছে জেলেপাড়া। যারা চৌদ্দ পুরুষের পেশার মায়ায় আজও মৎস্যজীবী, তারা নিভৃতচারী। এসকল প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে নানা কর্মসূচি। তারই অংশ হিসেবে মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পরামর্শ প্রদান, উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তি, অভয়াশ্রম স্থাপন, জনসাধারণ উদ্বুদ্ধকরণ সভা, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন তথা মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়ন, দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ ও সর্বসাধারণকে সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে মৎস্য সম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে বর্ধিত জনসংখ্যার আমিষ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনই মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের মূল উদ্দেশ্য।

১. এক নজরে ময়মনসিংহ বিভাগ

আয়তন	১০৫৫২ বর্গ কি.মি.	উপজলা	৩৫ টি
জনসংখ্যা	১১৪৪৭৫৮৩ জন	পৌরসভার সংখ্যা	২৭ টি
জেলার সংখ্যা	৪ টি	ইউনিয়নের সংখ্যা	৩৫১ টি
সংসদীয় আসন সংখ্যা	২৪ টি	সরকারী হাট-বাজারঃ ৫৪ টি	

০২. বৈচিত্রময় মৎস্য সম্পদ

০২.১ অভ্যন্তরীন জলাশয়

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ময়মনসিংহ বিভাগ মৎস্য সম্পদে বৈচিত্রময়। অভ্যন্তরীন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে সমৃদ্ধ এ বিভাগে ছোট-বড় ৩৬ টি নদীর পাশাপাশি ৪০২৪০.০০ হেক্টর হাওর (টেবিল-১) রয়েছে। বিভাগের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, কংশ, ভোগাই ও ধনু নদী অন্যতম। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুড়ি উপজেলা মূলতঃ হাওর অধ্যুষিত হলেও কলমাকান্দা, মদন, কেন্দুয়া এবং আটপাড়া উপজেলার কিছু অংশে হাওর বিদ্যমান। বিভাগের প্রধান হাওর হচ্ছে মোহনগঞ্জের ডিঙ্গাপোতা, কেন্দুয়া উপজেলার জালিয়ার হাওর। জালিয়ার হাওরের অধিকাংশই বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে। মদন উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাওড় তলার হাওর, গনেশ্ব হাওর ও জালিয়ার হাওরের অংশ বিশেষও মদন উপজেলার আওতাভুক্ত।

আটপাড়া উপজেলায় বাগড়ার হাওর ও গনেশ্বর হাওর উল্লেখযোগ্য। খালিয়াজুরী উপজেলার উলেখযোগ্য হাওর হলো কীর্ত্তনখোলা, গোবিন্দডোবা, লক্ষ্মীপুর, উত্তরবন্ধ, খৈড়তলা, লেপসিয়া ও জগনাতপুর হাওর। নদী ও হাওর ছাড়াও এ বিভাগে বড়বিলা, রাজধলা ও গজারিয়া বিলসহ রয়েছে অসংখ্য ছেট-বড় বিল। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভাগে বিদ্যমান যথাক্রমে ২২৫৬৯ ও ৯২৬০৮ হেক্টর বিল ও প্লাবনভূমির (টেবিল-১) গুরুত্ব অপরিসীম।

টেবিল-১ ময়মনসিংহ বিভাগের অভ্যন্তরীন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়

জেলা	পুকুর		ধানক্ষেত/ প্লাবণভূমিতে মাছ চাষ	খাঁচায় মাছ চাষ	পেনে মাছ চাষ	গলদা খামার	নদী	বিল	হাওর	প্লাবনভূমি	বরোপিট
	সংখ্যা	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	সংখ্যা	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)	আয়তন (হে.)
ময়মনসিংহ	১৭৩৫৭৩	২৯১৪৪	১৪৪৭	০.১১১৫	১০	০.৯৭	৩৬	৭৩৪৬	০	৩০৩৯৪	১৭১
নেত্রকোণা	৬০৭৮০	৭৯৪৯	৩৫৮৬	০.০০	৪৮	০.০০		৮৩৫৫	৪০২৪০	৩৩৪৯৪	১৭
জামাপুর	২৩৯১২	৩৩৪২	১৪১৩	**০.০৭৪৩**	২৮১	০.০০		৩৩৬০	০.০০	২৭৫৪২	০
শেরপুর	৩৩০৯৪	৪৪৯৮	১২২৫	০.০০	০	০.০০		৩৫০৮	০.০০	১১৭৮	৬
মোট	**২৯১৩৫৯**	**৪৪৯৩৩**	**৭৬৭১**	**০.১৯**	**৩৩৯**	**০.৯৭**	**৩৬**	**২২৫৬৯**	**৪০২৪০**	**৯২৬০৮**	**১৯৪**
চাষের আওতাধীন জলাশয় (হ.)											**৫৩১৩৮**
মোট মুক্ত জলাশয় (হ.) (নদী বাদে)											**১৫৫৪১৭**
সর্বমোট জলাশয় (হ.) (নদী বাদে)											**২০৮৫৫৫**

২.২ অবকাঠামো

যেকোন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেবা সহজীকরণেরর জন্য অবকাঠামোর বিকল্প নেই। ময়মনসিংহ বিভাগে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে ৪ টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪ টি নিজস্ব ভবন রয়েছে, যদিও বিভাগের কার্যক্রম অধিদপ্তরের একটি পুরানো ভবন সংস্কার করে চলছে। ময়মনসিংহ বিভাগে মৎস্যচাষীদের মাঝে উন্নত গুণাগুনসম্পন্ন পোনা সরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিদপ্তরের ১১ টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও ১ টি মিনি হ্যাচারি রয়েছে (টেবিল-২)। রুপালি বিপ্লবের যুগপৎ পোনা ও মৎস্যখাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারি, নার্সারি, মৎস্য খাদ্য কারখানা এবং পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে খাদ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে এবং এখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

টেবিল-২ বিভাগে মৎস্যখাতে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধাদি

সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা	সরকারী হ্যাচারির সংখ্যা	বেসরকারী হ্যাচারির সংখ্যা	বাণিজ্যিক মৎস্য খামার	নার্সারির সংখ্যা	মৎস্যখাদ্য কারখানার সংখ্যা	মৎস্যখাদ্য আমদানীকারক	মৎস্য আড়তের সংখ্যা	বরফকলের সংখ্যা
১২	১১	৩৫৮	৫৯৪২	১৮৬৮	৩৩	৪৪	২৯২	২৯৮

২.৩ মানবসম্পদ

ময়মনসিংহ বিভাগের ১.১৪ কোটি মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন গ্রেডে ৩২৯ টি পদ (টেবিল-৩) অনুমোদিত আছে। তবে অনুমোদিত পদের মধ্যে শূণ্য পদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয় (টেবিল-৩)। তদুপরি

বিভাগের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মৎস্যখাতে মনবসম্পদ উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিভাগের মৎস্য উৎপাদনকে টেকসই অবস্থায় ধরে রাখতে চাইলে বিদ্যমান জনবল কাঠামোর পূনর্গঠন আবশ্যক। সরকারী জনবলের পাশাপাশি এখাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ সংখ্যক মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবি ও অন্যান্য অংশীজনের (টেবিল-৪) ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টেবিল-৩ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

জেলা/বিভাগ	পদ	বেতন গ্রেড														আউট সোর্সিং	মোট (আউট সোর্সিংসহ)
		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	১৯	২০		
বিভাগীয় অফিস	মঞ্জুরীকৃত	১	০	১	০	০	১	০	০	১	১	২	০	০	০	৩	১০
	কর্মরত	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	২	০	০	০	৩	৮
	শূন্য	০	০	০	০	০	১	০	০	১	০	০	০	০	০	০	২
ময়মনসিংহ	মঞ্জুরীকৃত	০	২	১১	০	০	২৪	১৫	০	১	১	৪১	০	৪	২৬	৩	১২৮
	কর্মরত	০	১	১১	০	০	১১	৯	০	১	১	১৭	০	১	১৮	২	৭২
	শূন্য	০	১	০	০	০	১৩	৬	০	০	০	২৪	০	৩	৮	১	৫৬
নেত্রকোণা	মঞ্জুরীকৃত	০	২	৫	০	০	১৯	১১	০	১	১	২৫	০	১	১৬	৩	৮৪
	কর্মরত	০	২	৪	০	০	৬	৪	০	১	১	১৬	০	১	১২	৩	৫০
	শূন্য	০	০	১	০	০	১৩	৭	০	০	০	৯	০	০	৪	০	৩৪
জামালপুর	মঞ্জুরীকৃত	০	২	৪	০	০	১৬	৮	০	১	১	১৮	০	২	১২	২	৬৬
	কর্মরত	০	২	৪	০	০	৯	৩	০	১	১	১২	০	১	৭	২	৪২
	শূন্য	০	০	০	০	০	৭	৫	০	০	০	৬	০	১	৫	০	২৪
জামালপুর	মঞ্জুরীকৃত	০	২	৩	০	০	৯	৬	২	৩	০	১০	১	০	৬	২	৪৪
	কর্মরত	০	২	২	০	০	৩	০	২	৩	০	২	১	০	৬	২	২৩
	শূন্য	০	০	১	০	০	৬	৬	০	০	০	৮	০	০	০	০	২১
বিভাগে মোট	মঞ্জুরীকৃত	১	৮	২৪	০	০	৬৯	৪০	২	৭	৪	৯৬	১	৭	৬০	১৩	৩৩২
	কর্মরত	১	৭	২২	০	০	২৯	১৬	২	৬	৪	৪৯	১	৩	৪৩	১২	১৯৫
	শূন্য	০	১	২	০	০	৪০	২৪	০	১	০	৪৭	০	৪	১৭	১	১৩৭

টেবিল-৪ মৎস্যখাতের অংশীজন

মৎস্যচাষীর সংখ্যা	মৎস্যজীবীর সংখ্যা				নার্সারারের সংখ্যা	মৎস্যখাদ্য বিক্রেতা	
	নিবন্ধিত জেলে	মাছ বিক্রেতা	পোনা ব্যবসায়ী	আড়তদার		পাইকারী বিক্রেতা	খুচরা বিক্রেতা
২০৯৪৩৩	১১২৬৯১	১১০৮৪	৫৫২৪	৩০০	১৮৬৭	৯৯	৬৫০

২.৪ মৎস্য উৎপাদন (২০১৯-২০২০)

বিভাগের একমাত্র হাওর অধ্যুষিত জেলা মেঘালয়কণ্যা নেত্রকোণায় মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মাছের পরিমাণ বেশি হলেও বিভাগের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ব্রক্ষ্মপুত্র বিধৌত জামালপুর জেলা এবং উত্তরে গারোপাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শেরপুর জেলা আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছচাষে ক্রমঅগ্রসরমান। আর বিভাগের

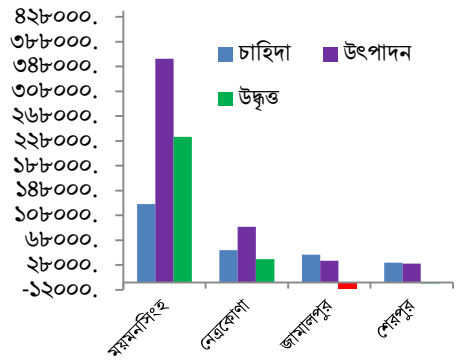

চিত্র-২ জেলা ভিত্তিক চাহিদা ও উৎপাদন

চিত্র-১.অভ্যন্তরীন জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ময়মনসিংহ

মধ্যাঞ্চলের ময়মনসিংহ জেলাতো রূপালি বিপ্লবের সুতিকাগার এবং এ জেলার অ্যাকুয়াকালচারে ধরণ, প্রজাতি বৈচিত্রতা রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, ২০১৯-২০২০ এর তথ্য মতে দেশের অভ্যন্তরীন জলাশয়ের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ৯.৪১ ভাগ আসে ময়মনসিংহ জেলা হতে, বিভাগের হিসাবে যা শতকরা ১৩.৪৪ ভাগ (চিত্র-১)। ময়মনসিংহ বিভাগে মাছের চাহিদা ২৫৫০১৪ মে. টনের বিপরীতে মোট উৎপাদন ৫১৫২৪৭ মে. টন (টেবিল-১)। অর্থাৎ দেশের সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগটিতে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরও ২৬০২৩৩ মে. টন মাছ উদ্বৃত্ত থাকে যা দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে রপ্তানী হয়। জেলা হিসাবে বিবেচনা করলে জামালপুর ও শেরপুর ব্যতীত বিভাগের বাকী ২ জেলা মাছে উদ্বৃত্ত (টবিল-৫ ও চিত্র-২)। ময়মনসিংহ বিভাগে উৎপাদিত মোট মাছের সিংহভাগ আসে পুকুরে চাষ হতে।

টেবিল-৫ বিভাগের মৎস্য উৎপাদন ও চাহিদা

উৎপাদন ও চাহিদা				
জেলা	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	জামালপুর	শেরপুর
মাছের চাহিদা	১২৬০৫৪.৭৯	৫২০৮০.২৮	৪৪৮৭২.৯৮	৩২০০৬.০৯
মোট মৎস্য উৎপাদন	৩৬০৫২৩.০০	৮৯৪১৬.০০	৩৪৯০৮.০০	৩০৪০০
উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	২৩৪৪৬৮.২১	৩৭৩৩৫.৭২	৯৯৬৪.৯৮	১৬০৬.০৯
বিভাগে মাছের মোট চাহিদা (মে.টন)				২৫৫০১৪
বিভাগে মাছের মোট উৎপাদন (মে. টন)				৫১৫২৪৭
উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (মে. টন)				২৬০২৩৩

টেবিল-৬ জলাশয়ভিত্তিক মাছের উৎপাদন (মে.টন)

আহরণ					অ্যাকুয়াকালচার							
						মৌসুমী জলাশয়ে চাষ						
জেলা	নদী	বিল	প্লাবনভূমি	হাওর	পুকুর	প্লাবনভূমি ও ধানক্ষেত	বরো পিট	গলদা খামার		পেন কালচার	কেজ কালচার	মোট
জামালপুর	২৯৩৫	৩২২৫	৯২২৭		১৭২৪৫	১৫৩৭	০	গলদা	মাছ	৭২৩	১৬	৩৪৯০৮
ময়মনসিংহ	১২৯৫	৬৪৫৯	১০৮৪২		৩৩৯৮৫৯	১৮৫৯	১৬৯	০.৮৩	২.৭৯	১৯	১৭	৩৬০৫২৩
নেত্রকোণা	১৪৮৫	৬৭৮৬	১৩২৮৬	২৩৪১৪	৩৮৯০৯	৫৪০১	৩৩			১০২		৮৯৪১৬
শেরপুর	৯৬৬	২৫৩৩	২৩৩৩		২২৬২০	১৯৪৪	৪			০		৩০৪০০
মোট	৬৬৮১	১৯০০৩	৩৫৬৮৮	২৩৪১৪	৪১৮৬৩৩	১০৭৪১	২০৬	০.৮৩	২.৭৯	৮৪৪	৩৩	৫১৫২৪৭
মোট আহরিত মাছ (মে.টন)												৮৪৭৮৬
মোট চাষকৃত মাছ (মে.টন)												৪৩০৪৬০
মোট মাছ (মে.টন)												৫১৫২৪৬
মোট চাষকৃত চিংড়ি (মে.টন)												০.৮৩
সর্বমোট (মে.টন)												৫১৫২৪৭

জলাশয়ের ধরণ ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন চিন্তা করলে পুকুরের পরেই ২য় সর্বোচ্চ উৎপাদন আসে প্লাবনভূমি হতে। নেত্রকোণা বাদে বিভাগের ৩ টি জেলাতেই আহরিত মাছের তুলনায় অ্যাকুয়াকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ বেশি। পুরো বিভাগ বিবেচনায় মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৪ ভাগ মাছই আসে অ্যাকুয়াকালচার হতে (চিত্র-৩ ও ৪)। প্রজাতি ভিত্তিতে একক প্রজাতি হিসাবে বিভাগে পাঙ্গাসের উৎপাদন সর্বাধিক এবং মোট উৎপাদনের শতকরা ৪২ ভাগ। একক প্রজাতি হিসাবে ২য় ও ৩য় সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় যথাক্রমে অন্যান্য দেশঅ মাছ (যেমন পাবদা গুলশা) ও তেলাপিয়া মাছের (চিত্র-৭)। চাষের ধরণের ক্ষেত্রেও বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ভিন্নতা রয়েছে। Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, ২০১৯-২০২০

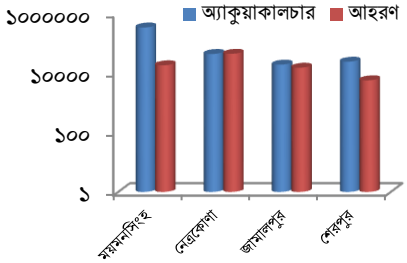

চিত্র-৪ জেলা ভিত্তিক অ্যাকুয়াকালচার ও মৎস্য আহরণের তুলনামূলক চিত্র

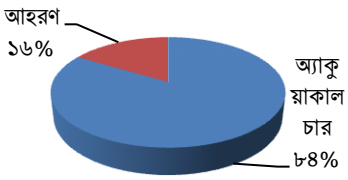

চিত্র-৩ বিভাগে অ্যাকুয়াকালচার ও আহরণ

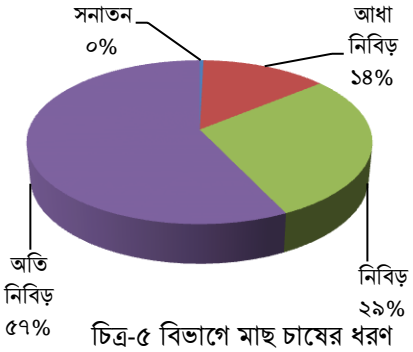

চিত্র-৫ বিভাগে মাছ চাষের ধরণ

এর তথ্য মতে ময়মনসিংহ বিভাগের মোট মাছ উৎপাদনের ৫৭% আসে অতি নিবিড় চাষ হতে (চিত্র ৫ ও ৬) এবং এর জন্য বিভাগের অ্যাকুয়াকালচারে ব্যবহৃত জলায়তনের মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ ব্যবহৃত হয়।

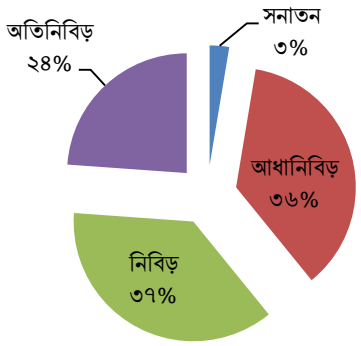

অ্যকুয়াকালচারে জলাশয়ের ব্যবহার

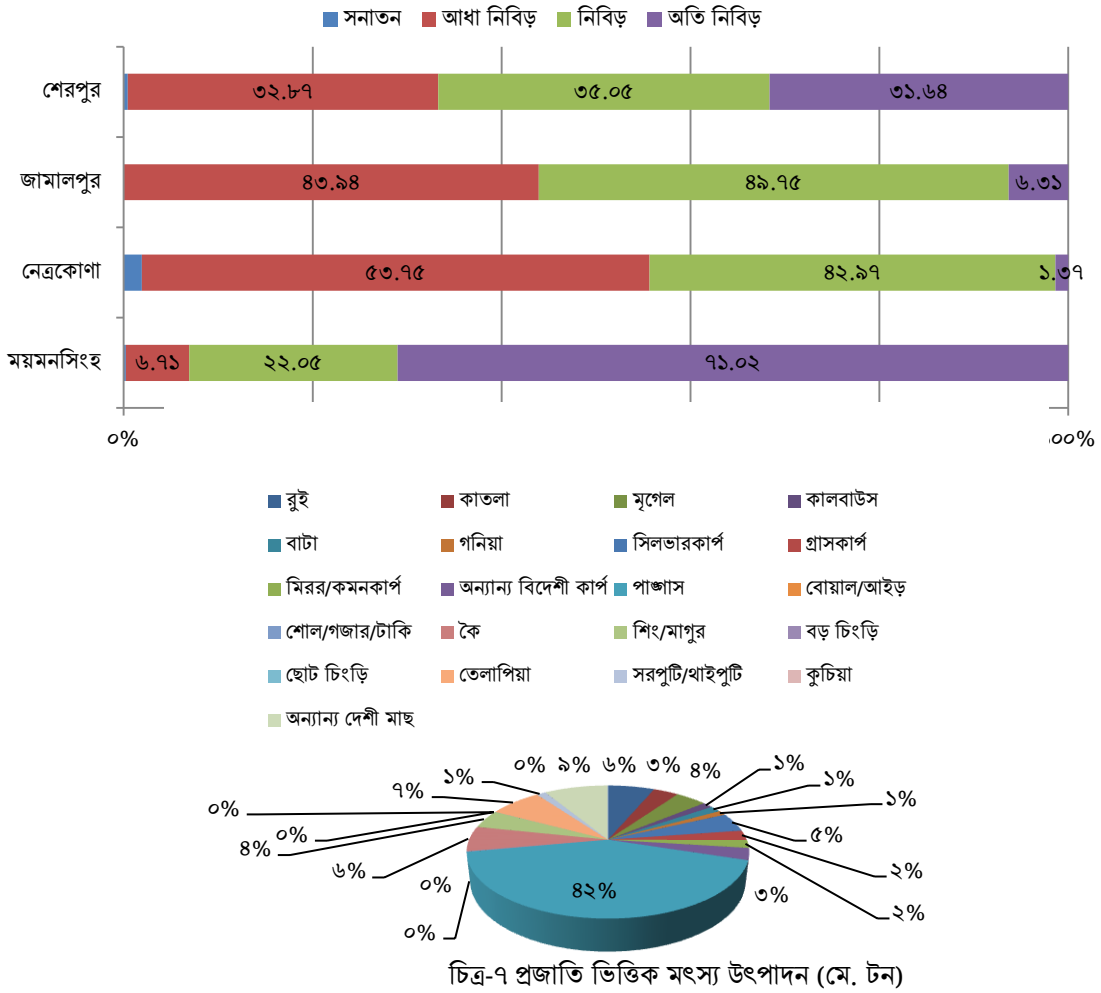

চিত্র-৭ প্রজাতি ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন (মে. টন)

প্রচলিত মৎস্য প্রজাতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন রপ্তানি পণ্য কুচিয়া আহরণ ও উৎপাদন হয়ে থাকে। ২০১০-২০২০ অর্থবছরে বিভাগে আহরণ ও চাষের

মাদ্রমে মোট ৬৮৪ মে.টন কৃচিয়া উৎপাদিত হয়।

জেলা	উৎপাদন (মে. টন)		
	চাষ	আহরণ	মোট
ময়মনসিংহ	৭	২২৬	২৩৩
নেত্রকোণা	১০	৩৪৮	৩৫৮
জামালপুর	১	৫২	৬৩
শেরপুর	৩	৩৭	৪০

প্রচলিত ও অপ্রচলিত মমৎস্য প্রজাতির পাশাপাশি ভ্যালু এওেডড মৎস্য পণ্য হিসাবে ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৮৭ মে. টন শুটকী উৎপাদিত হয়।